সংবাদ

16 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

সিলেটে ৬৩ সরকারি শিক্ষকের গণবদলি : অভিযোগ ঘুষ বাণিজ্যের

সিলেট অফিস

ঈদ ও পূজাকে সামনে রেখে সিলেট অঞ্চলের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬৩ শিক্ষককে আকস্মিক বদলির ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা এ বদলি ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্যমূলক বলে দাবি করেছেন। সূত্র জানায়, চলতি বছরের ৩০ জুন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সিলেট অঞ্চলের উপ-পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পান শফিকুল হক। তিনি তখন সিলেট অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি বিভিন্ন সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বদলি করতে শুরু করেন। প্রথম দফায় সিলেট সরকারি পাইলট স্কুলসহ বিভিন্ন স্কুলের ৮ শিক্ষককে বদলি করেন। এ দফায় তাহিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শফিকুল হক তার সহোদর হুমায়ুন কবীরকে সিলেট পাইলট স্কুলে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় দফা গত ২৭ আগস্ট আরও ১০ শিক্ষককে বদলি করেন। এ সময় পাইলট স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক অনিল চন্দ্র মজুমদারকেও বদলি করা হয়। পরে স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দাবির মুখে তার বদলির আদেশ স্থগিত করা হয়। শফিকুল হকের কারণে-অকারণে শিক্ষক বদলির জন্য শফিকুল হককে স্ট্যান্ডরিলিজ করা হয়। এর আগে শফিকুল হক গত ৭ সেপ্টেম্বর রাতে সিলেট অঞ্চলের ৬৩ শিক্ষককে বদলির আদেশ ইস্যু করে যান। এর মধ্যে সিলেট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২ জন ও অগ্রগামী বালিকা উচ্চ

গণবদলি : পৃ: ২ ক: ৪

গণবদলি : সিলেটে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়ের ১১ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বদলি করেন। বদলির আদেশ গত ১৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে পৌঁছে। মঙ্গলবার এসব শিক্ষকদের নতুন কর্মস্থলে যোগদানের কথা। বদলির আদেশ মতে, জনস্বার্থ দেখিয়ে ৪৫ জন ও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ শিক্ষককে বদলি করা হয়। এর মধ্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্থলে অপেক্ষাকৃত নবীন শিক্ষকদের আনা হয়েছে। চাকরিতে যোগদানের ৩ বছরের কম মেয়াদি শিক্ষকদেরও সুবিধাজনক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে এসব বদলি বাণিজ্য হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ব্যাপারে উপ-পরিচালক মো. শফিকুল হক বলেন, দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে চাকরিজীবীদের বদলি করা হয়েছে। বদলি নিয়ে ঘুষবাণিজ্যের কথা তিনি অস্বীকার করেন।